



259586 - জান্নাতের রক্ষকরে নাম কি 'রদেওয়ান'?

প্রশ্ন

জান্নাতের রক্ষকরে নাম কি রদেওয়ান? আমি শাইখ বনি উছাইমীন (রহঃ) এর ফতোয়াতে শুনছি যে, তিনি বলেন: "জান্নাতের রক্ষকরে নাম 'রদেওয়ান' মরম্মে কিছু আছার (সাহাবী বা তাবয়ীর উক্তি) প্রসিদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু, এই মরম্মে আমি কোন সহি হাদিস জানি না"। তাঁর কথা থেকে কি এই নামটি সাব্যস্ত করা বুঝা যায়?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষিপ্তসার:

এ নামটি সহি হাদিসসমূহে সাব্যস্ত হয়নি। কিন্তু, আলমেগণ এ নামটি ব্যবহার করে আসছেন এবং এ নামের উল্লেখ করাকৈ তারা দোষেরে কিছু মনে করেন না। সুতরাং এ বিষয়টি (ইনশাআল্লাহ) সহজ।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

আলমেদেরে মাঝে মশহুর যে, জান্নাতের রক্ষক ফরেশেতার নাম 'রদেওয়ান'। কিন্তু, এ নামটি কুরআনে আসনে, কিংবা সহি সুন্নাতেও আসনে। বরং কিছু দুর্বল আছার (সাহাবী বা তাবয়ীর উক্তি)-তে উদ্ধৃত হয়েছে।

ইবনুল কাইয়যমে (রহঃ) বলেন: আল্লাহ তাআলা জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদাবান রক্ষকরে নাম রেখেছেন: رضوان (রদেওয়ান)। এ নামটি الرضا (সন্তুষ্ট) শব্দ থেকে উদ্ভূত। আর জাহান্নামেরে রক্ষকরে নাম রেখেছেন: مالك (মালিক)। এ নামটি الملك (আল-মুলক) শব্দ থেকে উদ্ভূত। যা শক্তি ও কঠোরতা বুঝায়। [হাদলি আরওয়াহ (১/৭৬)]

মুনাওয়ি বলেন: "জান্নাত রক্ষা করার দায়িত্বপ্রাপ্তকৈ বলছেন খায়নে (ভাণ্ডার-রক্ষক)। কেননা জান্নাত হচ্ছে- আল্লাহর ভাণ্ডার; যা তিনি তাঁর বান্দাদেরে জন্য প্রস্তুত করছেন...। আপাত অর্থে জান্নাতেরে রক্ষক শুধু একজন। কিন্তু, আসলে সটো উদ্দেশ্য নয়। দলিল হচ্ছে আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস: "যে ব্যক্তি কোনে জনিসিরে এক জোড়া আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে জান্নাতেরে প্রত্যকৈ দরজার রক্ষকরা তাকৈ ডাকবে: আস"। এবং জান্নাতেরে রক্ষক একাধিক হওয়া মরম্মে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত অন্যান্য হাদিস। তবে, রদেওয়ান হচ্ছে- তাদেরে মাঝে সর্বাধিক মর্যাদাবান ও নতো। আর সর্বাধিক মর্যাদাবান রাসূলকৈ অভ্যর্থনা জানাবে সর্বাধিক মর্যাদাবান রক্ষক।" [ফায়যুল কাদরি (১/৫০) থেকে সমাপ্ত]



হাফযে ইবনে কাছরি (রহঃ) ফরেশেতাদরে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

"তাদরে মধ্যে রয়ছেন জান্নাতরে দায়তিব্বে রত, জান্নাতীদরে অভ্যর্থনার প্রস্তুততিে রত এবং জান্নাতরে বসবাসকারীদরে মহেমানদাররি পরবিশে তরীতে রত; যমেন জান্নাতীদরে পোশাক, অলংকার, বাসস্থান, খাবারদাবার ও পানীয় ইত্যাদি যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন মানুষরে কল্পনায়ও আসেনি। জান্নাতরে রক্ষক হচ্ছনে একজন ফরেশেতা। যার নাম হচ্ছ- রদেওয়ান। কোন কোন হাদসিে তার নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিতি হয়ছে।"[আল-বদায়া ওয়ান নহিয়া (১/৫৩) থেকে সমাপ্ত]

সহহি হাদসিসমূহে সাব্যস্ত হয়ছে যে, তার উপাধি হচ্ছ- খাযনে (রক্ষক); নাম নয়। শাফায়াতরে হাদসিে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়ছে যে, তিনি বলেন: "কিয়ামতরে দিনি আমি জান্নাতরে দরজায় আসব এবং দরজা খুলতে বলব। তখন রক্ষক বলবনে: আপনি কে? আমি বলব: মুহাম্মদ। তিনি বলবনে: আপনার জন্য খেলার নরিদশে দয়া হয়ছে। আপনার আগে আর কারো জন্য খুলব না।"[সহহি মুসলিমি (১৯৭)]

কন্তি, এ নামটি কিছু দুর্বল হাদসিে বর্ণিতি হওয়ায় এবং আলমেদরে মাঝে এর ব্যবহার প্রসিদ্ধি লাভ করায় এটি ব্যবহার করার প্রশস্ততা রয়ছে, ইনশাআল্লাহ্।

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্রে এসছে (২৮/৩৫৩):

রদেওয়ান কি জান্নাতরে রক্ষক? তার নামটি কোথায় উদ্ভূত হয়ছে?

উত্তর হল: আলমেদরে নকিট মশহুর হচ্ছ, জান্নাতরে রক্ষকরে নাম রদেওয়ান। কিছু কিছু হাদসিে তার নাম উদ্ভূত হলও এ নাম নিয়ে আপত্তি আছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন বলেন:

"পক্ষান্তরে, রদেওয়ান হচ্ছ জান্নাতরে দায়তিব্প্রাপ্ত। তার এ নামটি সুস্পষ্টভাবে সাব্যস্ত নয়; যভোবে 'মালকি' (বুঝাতে চাছনে: জাহান্নামরে রক্ষক) নামটি সাব্যস্ত হয়ছে। কন্তি, আলমেদরে নকিট তিনি এ নামে মশহুর।[শাইখ উছাইমীনরে ফতোয়াসমগ্র (৩/১১৯) হতে সমাপ্ত]